তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না?

তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ?

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলঃ "তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না ?নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।"

মহান আল্লাহতালা পবিত্র কোরআনুল করীমে ইরশাদ করেনঃ

১।তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করে না ?নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ

সুরা মুহাম্মদঃ আয়াত ২৪

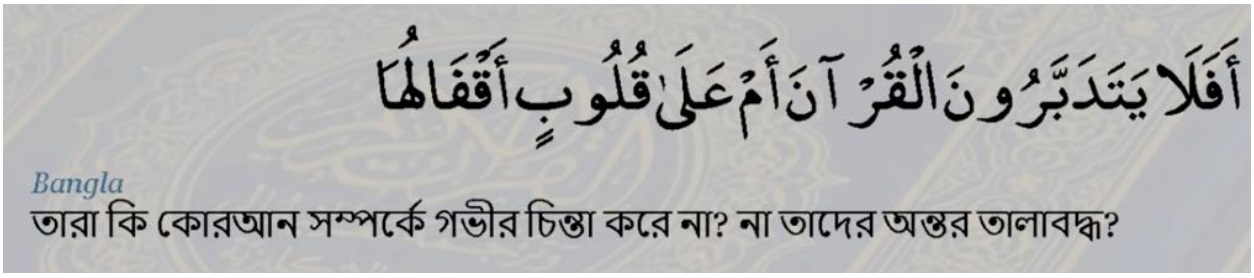

২।আমরা কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহন করার জন্য

সহজ করে দিয়েছি, অতএব উপদেশ গ্রহণ করার মত

কেউ আছে কি?

সুরা আল-কামারঃ আয়াত ১৭

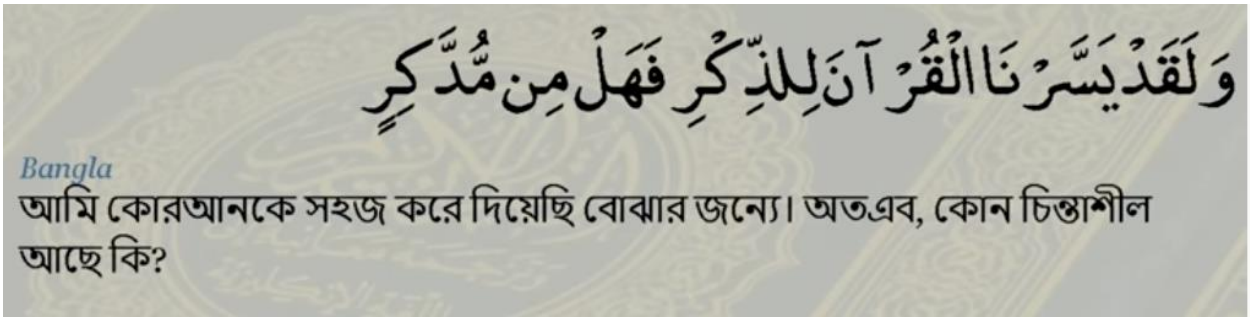

৩।নিশ্চয়ই আয-যিকির (আল কুরআন) আমিই নাযিল করেছি এবং, আমিই সেটির (হেফাজতকারি) ।

সুরা আল-হিজরঃ আয়াত ০৯

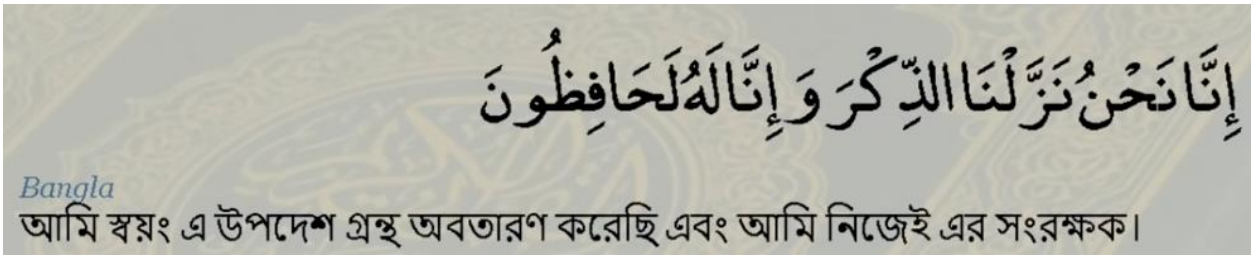

৪।রমজান মাসে আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

সুরা আল-বাকারাঃ আয়াত ১৮৫

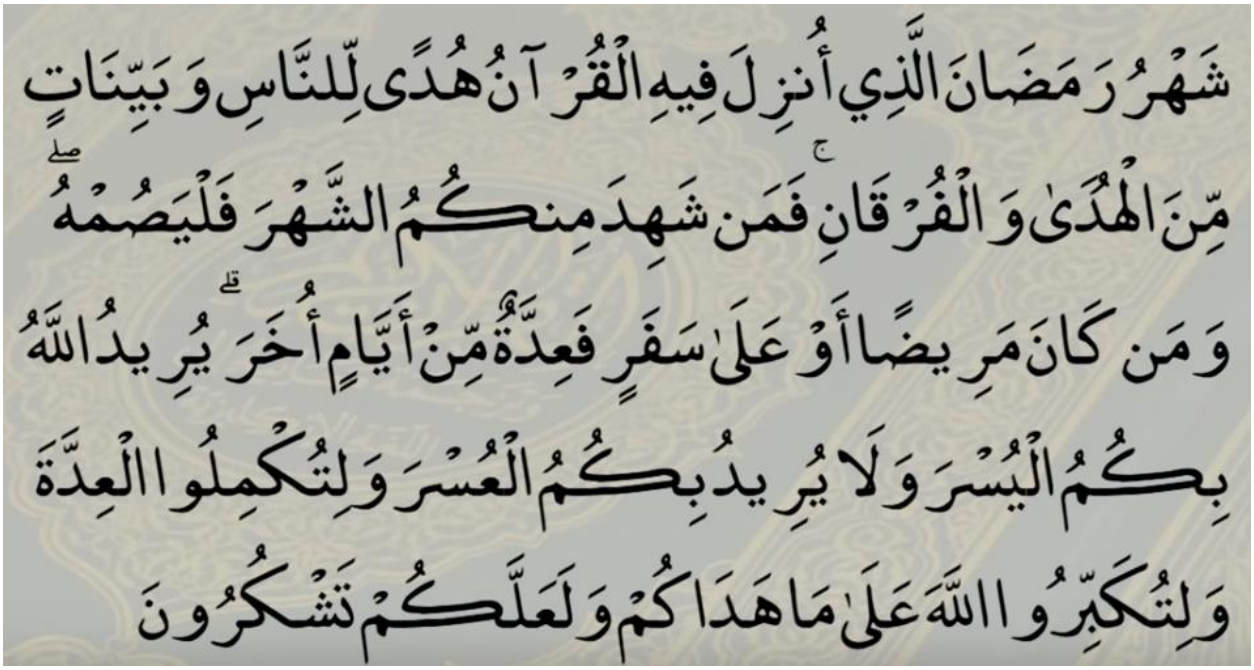

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের

হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা’আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

৫।আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হলে, তাতে অনেক সাংঘরষিক কথা থাকতো।

সুরা আন-নিসাঃ আয়াত ৮২

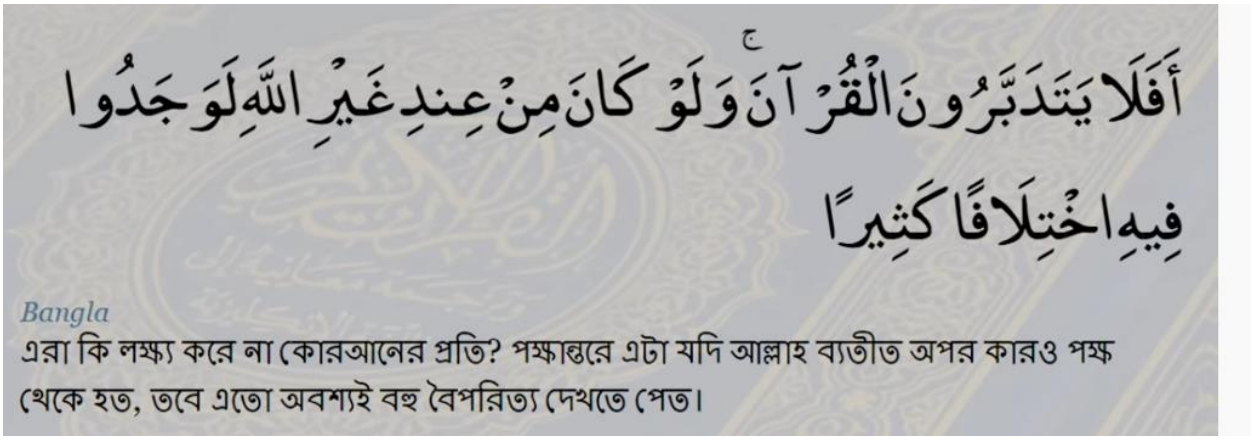

৬।তবু তারা কেউ কোরানের প্রতি ইমান আনত না।

সুরা ১৩ আর রা’দ,আয়াতঃ৩১

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ
الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ
يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى
يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۳۱﴾

যদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যাইত, তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারভুক্ত। তবে কি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন ? যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের কর্মফলের জন্য তাহাদের বিপর্যয় ঘটিতেই থাকিবে, অথবা বিপর্যয় তাহাদের আশেপাশে আপতিত হইতেই থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি আসিয়া পড়িবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

৭।আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুনঃ আবৃত সাত (আয়াত) এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

সুরা ১৫ আল হিজর,আয়াতঃ৮৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿۸۷﴾

আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহান কুরআন।

৮।তুমি যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর সাহায্য চাইবে।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৯৮

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে

৯।নিশ্চয়ই এই কুরআন সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাইল,আয়াতঃ৯

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যাহা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১০।এবং যখন তাদের কাছে কুরআন পেশ করা হয়, তখন সেজদা করে না?

সুরা ৮৪ আল ইনশিকাক,আয়াতঃ২১

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ السجدة

এবং উহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজ্‌দা করে না ?

১১।তবে এ এক মহিমা মণ্ডিত কুরআন।

সুরা ৮৫ আল বুরুজ আয়াতঃ ২১

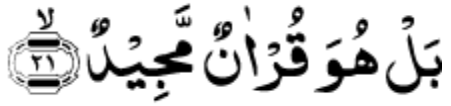

বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,

১২।তিনি পরম দয়াবান(আল্লাহ), তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আল কুরআন।

সুরা ৫৫ আর-রহমান, আয়াতঃ১,২

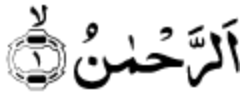

দয়াময় আল্লাহ্,

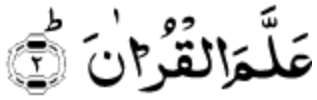

তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,

১৩।নিশ্চয়ই এটি একটি সম্মানিত কোরআন ,এটি রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে।

সুরা ১৩ আল ওয়াকিয়াহ, আয়াতঃ৭৭,৭৮

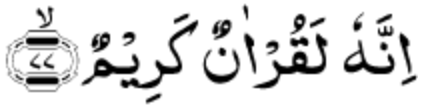

নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন,

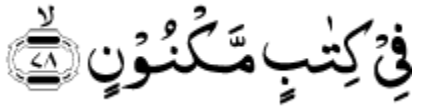

যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।

১৪ কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল হলে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে পড়তো।

সুরা ৫৯ আল হাশর,আয়াতঃ ২১

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখিতে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

১৫। তোমরা এই (কুরআনের) অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে রচনা করে নিয়ে এসো (যদি পার, তমরা কখনই পারবেনা)।

সুরাঃ ইউনুস, আয়াতঃ ৩৭,৩৮

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ
الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও রচনা নয়। পক্ষান্তরে, ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَةٍ مِّثۡلِهٖ وَ ادۡعُوۡا مَنِ
اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۳۸﴾

তাহারা কি বলে, 'সে ইহা রচনা করিয়াছে ?' বল, 'তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

১৬। ফজরে কুরআন পাঠ করো, নিশ্চয়ই ফজরের সালাত (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।

সুরাঃ বনী ইস্রাইলঃ আয়াতঃ৭৮ ,৭৯

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوۡكِ الشَّمۡسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيۡلِ وَ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ ؕ
اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُوۡدًا ﴿۷۸﴾

সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।

وَ مِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنۡ يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا ﴿۷۹﴾

এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

১৭।আল কুরআন মুমিনদের জন্য শিফা (নিরাময়) ও রহমত ।

সুরাঃ বনী ইসরাইল, আয়াতঃ৮২

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا
يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু উহা জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

১৮। সমস্ত মানুষ ও জিন মিলেও কুরআনের অনুরুপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা।

সুরাঃ বনী ইস্রাইল, আয়াতঃ৮৮

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿۸۸﴾

বল, 'যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।

১৯। কুরআন আবৃত্তি কর তারতিল(ধীরে ধীরে সহি করে শুদ্ধ)করে।

সুরাঃ আল মুযাম্মিল, আয়াতঃ ১-৪

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ ١

হে বস্ত্রাবৃত!

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ ٢

রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত,

نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ ٣

অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ ٤

অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে;

মুসলিম শরীফের হাদিসঃ

রসুল(সঃ) বলেন, যারা নিওমিত কোরআন অধ্যায়ন করবে কুরআন তাদের জন্য বিচারের দিন তাদের সাথি হয়ে শাফায়াত করবে।

বুখারী শরীফের হাদিসঃ

রসুল(দঃ)বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই যারা কুরআন শিখল ও অন্যদেরকে কুরআন শিখালো।

মুসলিম শরীফের হাদিসঃ

রসুল(দঃ) বলেন, এ কোরআন দ্বারাই আল্লাহ তা'য়লা কোন জাতির উত্থান ঘটান এবং অন্যদের পতন ঘটান।

মুসনদে আহাম্মদ ও বুখারী শরীফের হাদিসঃ

হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রাতের সালাতে কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে রসুল(দঃ) যখন এই আয়াতটির কাছে পৌঁছালেন "যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তবুও তারা তোমারই বান্দাহ , যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয়ই তুমি প্রবল ও প্রজ্ঞাময়।"তিনি বার বার এই আয়াতটিই পড়তে লাগলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।

কোরআন পড়ার নিয়ম

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা কুরআন শুদ্ধ করে পড়া সহজ , কুরআন বুঝা সহজ, কোরআন ও সহীহ হাদিস মোতাবেক আমল করা সহজ।

শুধু শুনে শুনে কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে নিজে চেষ্টা করুন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চান—নিশ্চয় আল্লাহ আপনার বক্ষকে শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করার জন্য ও বুঝার জন্য খুলে দেবেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় (এক থেকে ছয় ঘণ্টায়) শুদ্ধ করে কোরআন তেলাওয়াত শেখা যায়। এবং একটু বেশী সময় (অন্তত ১০০ থেকে ২০০ ঘণ্টা) চেষ্টা করলে আপনি নিজেই মোটামুটি ভাবে কোরআন ও সহীহ হাদীস তরজমা ছাড়াই আরবী থেকে বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ । শুধু প্রয়োজন সহীহ নিয়ত ও প্রচেষ্টা।

আল্লাহ আমাদের কুরআন অধ্যায়ন ও বুঝার তৌফিক দান করুন এবং বর্তমানের COVID-19 এর আযাব সহ সমস্ত আযাব থেকে আমাদেরকে মুক্ত করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

কোরআন পড়ার নিয়ম

১। তাড়াতাড়ি ও দ্রুত গতিতে না পড়া।

২।ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারন করে পড়তে হবে।

৩।এক একটি আয়াত পড়ে থেমে যান,যাতে মন আল্লাহর বানীর অর্থ ও তার দাবীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে এবং তার বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৪।কোন জায়গায় আল্লাহর সত্তা ও গুনাবলীর উল্লেখ থাকলে তাঁর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ভীতি যেন মনকে ঝাঁকুনি দেয়।

৫। কোন জায়গায় তাঁর রহমত ও করুনার বর্ণনা আসলে হৃদয় মন যেন তাঁর কৃতজ্ঞতায় আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

৬। কোন জায়গায় তাঁর গজব ও শাস্তির উল্লেখ থাকলে হৃদয় মন যেন তার ভয়ে কম্পিত হয়।

৭। কোথাও কোন কিছু করার নির্দেশ থাকলে কিংবা কোন কাজ নিষেধ করা হয়ে থাকলে- কি কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন ভালোভাবে বুঝে নেওয়া যায়।

৮। মোট কথা কোরআনের শব্দগুলো শুধু উচ্চারণ করার নাম কোরআন পাঠ নয় মুখে উচ্চারনের সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

৯। কোরআনের নির্দেশ আ'মল করতে হবে।

.....